▶ যোগ্যতাভিত্তিক কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন-ক. আমরা কীভাবে পৃথিবীকে স্বর্গে পরিণত করতে পারি? কবি স্বর্গ নরক সম্পর্কে কী বলেছেন? বুদ্ধ চেতনাকে কর্ম বলেছেন কেন? দুটি বাক্যে বুঝিয়ে লেখ। ১+১+৩ = ৫

উত্তর: আমরা সুন্দর জীবন গঠন করে পৃথিবীকে স্বর্গে পরিণত করতে পারি। কবি স্বর্গ নরক সম্পর্কে বলেছেন–

"কোথায় স্বর্গ কোথায় নরক কে বলে তা বহুদূর
মানুষের মাঝে স্বর্গ নরক মানুষেতে সুরাসুর।"

বুদ্ধ চেতনাকে কর্ম বলেছেন কেননা চেতনা কায়, বাক্য ও মনোদ্বারে সংঘটিত হয়। অর্থাৎ সৎচেতনা দ্বারা সৎকর্ম এবং অসৎচেতনা দ্বারা অসৎকর্ম উৎপন্ন হয়।

প্রশ্ন-খ. তোমার শ্রেণির একজন ভালো, শান্ত সহপাঠী আছে যাকে তুমি ভালোবাস। কেন তুমি তাকে ভালো চরিত্রের মনে কর তার পাঁচটি কারণ লেখ। ৫

উত্তর:

১. প্রতিদিন ভোরে ওঠে সে প্রাতঃকৃত সম্পন্ন করে পড়তে বসে।
২. সে খুব বিনয়ী, ভদ্র ও পড়ালেখায় মনোযোগী।
৩. সকল সহপাঠীর সাথে তার সু-সম্পর্ক রয়েছে।
৪. কখনও মিথ্যা বলে না।
৫. সর্বদায় সে সংযত আচরণ করে।

প্রশ্ন-গ. কর্ম আমাদের জীবনকে বিভক্ত করে। এটি তোমার জীবনকে কীভাবে বিভক্ত করে? তুমি সবসময় কোন কর্ম করতে চেষ্টা করবে? কুশলকর্মের তিনটি উপকারিতা লেখ। ১+৪ = ৫

উত্তর: কর্ম আমার জীবনকে হীন-শ্রেষ্ঠ, উচ্চ-নীচ বিভিন্নভাবে বিভক্ত করে। আমি সব সময় কুশল কর্ম সম্পাদনের চেষ্টা করব।

কুশলকর্মের তিনটি উপকারিতা হলো–

১. পুণ্য লাভ হয়।
২. জীবন সুন্দর হয়।
৩. মৃত্যুর পর স্বর্গ ও নির্বাণ লাভের পথ প্রশস্ত হয়।

▶ সাধারণ কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন-ঘ. বৌদ্ধ ধর্মের মূল ভিত্তি কী? কর্মবাদ বলতে কী বোঝ? চারটি বাক্যে লেখ। ১+৪=৫

উত্তর: বৌদ্ধ ধর্মের মূল ভিত্তি হলো কর্মবাদ।

ভাল কর্ম সুফল এবং মন্দ কর্ম কুফল প্রদান করে এরূপ দৃষ্টি বা ধারণাকে কর্মবাদ বলে। কর্মের গতি বিচিত্র ও বহুমুখী। জীবন কর্মময় এবং প্রাণীগণ নিজ নিজ কর্মের অধীন। প্রাণীরা কর্মফলের কারণে সুখ ও দুঃখ ভোগ করে।

প্রশ্ন-ঙ. তুমি কর্ম সম্পর্কে জান। সুকর্ম ও দুষ্কর্মের মধ্যে পাঁচটি পার্থক্য নির্ণয় কর। ৫

উত্তর: নিচে সুকর্ম ও দুষ্কর্মের মধ্যে পার্থক্য নিরুপণ করা হলো–

১. সুকর্ম হলো কুশল কর্ম বা ভালো কাজ, অন্যদিকে দুষ্কর্ম হলো অকুশল কর্ম বা খারাপ কাজ।
২. সততা, ত্যাগ, নির্মোহ ইত্যাদি সুকর্মের অন্তর্গত, অন্যদিকে লোভ, দ্বেষ ও মোহ দুষ্কর্মের অন্তর্গত।
৩. সুকর্ম করলে সকলে প্রশংসা করে। অপরদিকে দুষ্কর্ম করলে সকলে নিন্দা করে।
৪. পুণ্যবান লোক সুকর্মে লিপ্ত থাকে, অন্যদিকে পাপীগণ দুষ্কর্মে লিপ্ত থাকে।
৫. সুকর্মের বিনিময়ে স্বর্গলাভ করা যায়, অন্যদিকে দুষ্কর্মের পরিণতি হলো নরক।

http://teachingbd.com